গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
প্রশাসন-৩ শাখা

বিভাগীয় কমিশনার সমন্বয়সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	মোঃ মোকাব্বির হোসেন সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।
সভার তারিখ	২৮ ডিসেম্বর ২০২১
সভার সময়	সকাল ০৯.৩০ - ১০.৩০ টা
স্থান	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ
উপস্থিতি	পরিশিষ্ট-ক

সভাপতি সভার শুরুতে সকলকে শুভেচ্ছা ও স্বাগত জানিয়ে সূচনা বক্তব্য প্রদান করেন। সভাপতি, সরকারের সচিব পদে পদোন্নতিপ্রাপ্ত ড. মোঃ হুমায়ুন কবীর, বিভাগীয় কমিশনার (অতিরিক্ত সচিব), রাজশাহী বিভাগ ও জনাব মোঃ সাইফুল হাসান বাদল, বিভাগীয় কমিশনার (অতিরিক্ত সচিব), বরিশাল বিভাগকে অভিনন্দন জানান। তিনি বলেন, বিভাগীয় কমিশনারবৃন্দ মাঠ পর্যায়ে সরকারের সকল কর্মসূচি ও উন্নয়ন কর্মকান্ড তদারকি ও সমন্বয়ের দায়িত্বের কেন্দ্রবিন্দুতে নিয়োজিত রয়েছেন। বিভাগীয় কমিশনারগণের সার্বিক সহযোগিতায় সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীন অধিদপ্তরসমূহের মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম আরও গতিশীল হবে মর্মে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। তিনি সুরক্ষা সেবা বিভাগকে একটি গতিশীল ও কার্যকর সেবামুখী বিভাগ হিসাবে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে স্ব স্ব অবস্থানে থেকে আন্তরিকভাবে কাজ করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহ্বান জানান। সভার আলোচ্যসূচি অনুযায়ী বিষয়সমূহ উপস্থাপন করার জন্য তিনি অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ)-কে অনুরোধ করেন।

অতঃপর অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ) আলোচ্যসূচি অনুযায়ী বিষয়সমূহ সভায় উপস্থাপন করেন। সভায় উপস্থিত এ বিভাগের অধীন অধিদপ্তর প্রধান ও বিভাগীয় কমিশনারগণ জনগণকে প্রদত্ত সেবার মানোন্নয়ন ও গুণগত মান বজায় রেখে নির্ধারিত সময়ে প্রকল্প বাস্তবায়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করে বক্তব্য প্রদান করেন। বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নরূপ সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

২। বিগত সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়িকরণ: গত ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণীতে কোন প্রকার সংশোধনী না থাকায় তা দৃঢ়ীকরণ করা হয়।

৩। অধিদপ্তরওয়ারি আলোচনা :

১.মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর :

ক্রম	বিষয় ও আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
ক	**মাদকের বিরুদ্ধে গণসচেতনতা জোরদারকরণঃ** **মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর:** অক্টোবর, ২০২০ হতে নভেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত ৮,৯৭৮টি মাদকবিরোধী সভা/সেমিনার/ওয়ার্কসপ ও ১৫১টি স্থানে মাদকবিরোধী ফিলার প্রদর্শন করা হয়েছে;	১) জনসচেতনতা সৃষ্টি করে মাদকের চাহিদা হ্রাস, আইন প্রয়োগকারী সকল সংস্থাকে যুক্ত করে দেশে মাদকের প্রবাহ রোধ করে সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ এবং ক্ষতি কমাতে আসক্তদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসনে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরকে আরো কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে হবে। ২)মাদকের বিরুদ্ধে গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে সারাদেশে মাদকবিরোধী সভা-সমাবেশ, সেমিনার, এবং যে সকল জায়গায় জনসমাগম বেশি যেমন,	মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/বিভাগীয় কমিশনার (সকল)/ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অনুবিভাগ প্রধান।

	নভেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত ৩১,১৭৯টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৩১,০৮০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাদকবিরোধী কমিটি গঠন করা হয়েছে। অক্টোবর, ২০২০ হতে নভেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত ৩,৮৫৯টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অনলাইন ক্লাসে মাদকবিরোধী বক্তব্য প্রদান করা হয়েছে। অক্টোবর, ২০২০ হতে নভেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত ১৫১টি স্থানে মাদকবিরোধী ফিলার প্রদর্শন করা হয়েছে। **বিভাগীয় কমিশনার, চট্রগ্রাম**: চট্রগ্রাম শহরের আন্দারকিল্লা সিটি কর্পোরেশন ভবনের পাশে ১টি এলইডি বিলবোর্ড স্থাপনপূর্বক মাদকবিরোধী গণসচেতনতামূলক নাটক, টিভিসি দেখানো হচ্ছে। কক্সবাজার শহরের সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের পার্শ্বে (সুগন্ধা বিচের নিকটে) এলইডি বিলবোর্ড স্থাপন করা হয়েছে। **বিভাগীয় কমিশনার, ময়মনসিংহ:** জামালপুর জেলায় সেপ্টেম্বর, ২০২১ হতে নভেম্বর ২০২১-পর্যন্ত ২৪টি মাদকবিরোধী প্রচারণামূলক সভা ও ১০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাদকবিরোধী আলোচনা সভা করা হয়েছে। নেত্রকোণা জেলায় ২০টি ডিসপ্লে স্ট্যান্ড স্থাপন করা হয়েছে। **বিভাগীয় কমিশনার, সিলেট:** সিলেট জেলায় নভেম্বর, ২০২১-এ ১০৮০টি লিফলেট ও ৬০টি ফেস্টুন বিতরণ, ১০টি পথসভা, ৭টি আলোচনা সভা, ২৬টি মাদকবিরোধী ডিসপ্লে স্ট্যান্ড বিতরণ এবং ২টি মাদকবিরোধী শর্ট ফিল্ম প্রদর্শন করা হয়। এছাড়া সিলেট কেন্দ্রীয় কারাগারে মাদকবিরোধী সচেতনতামূলক আলোচনা সভা করা হয়।	রেল স্টেশন, গুরুত্বপূর্ণ মোড় ইত্যাদি স্থানে সাইনবোর্ড, এলইডি বিলবোর্ড স্থাপন ও টিভি ফিলার প্রদর্শন এবং মাদকের ক্ষতিকর দিকসমূহের উপর নির্মিত ফেস্টুন, ব্যানার এবং ডিজিটাল বিলবোর্ড দৃশ্যমান স্থানে স্থাপনপূর্বক প্রচারণামূলক কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে; ৩)টিভিসি, টিভি ফিলার ইত্যাদি প্রচারের পূর্বে এর কনটেন্টসমূহ এ বিভাগ এবং অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি ও গণমাধ্যম কর্মী সম্পৃক্ত করে এর সঠিকতা ভালোভাবে যাচাইপূর্বক প্রচার করতে হবে। ৪)শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ক্লাস আরম্ভ করার পূর্বে শ্রেণিশিক্ষক কর্তৃক কয়েক মিনিট মাদক গ্রহণের ফলে মানব দেহে মাদকের প্রভাব ও এর ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে; বিশেষ করে, কিডনী, হার্ট, স্মৃতিশক্তি ও মানুষের জীবনীশক্তি ইত্যাদি নষ্ট কর। ৫)শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাদকবিরোধী কমিটিগুলোকে আরো সক্রিয় করতে হবে। ৬)জেলার আইন-শৃঙ্খলা সভাসহ সমন্বয়সভাসমূহে এবং জেলা প্রশাসক/উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণ কর্তৃক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য স্থাপনা পরিদর্শনকালে মাদকবিরোধী বক্তব্য প্রদানের জন্য বিভাগীয় কমিশনারগণকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিতে হবে। ৭)সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ, সমাজের সর্বস্তরের বিশেষ করে শিক্ষক, ধর্মীয় নেতা, বিভিন্ন পেশাজীবী এবং গণমাধ্যমের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় মাদকবিরোধী সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।	

<table>
<tr>
<td>খ.</td>
<td>টাস্কফোর্স অভিযান পরিচালনা:
<table>
<tr><th>সময়</th><th>অভিযান</th><th>মামলা</th><th>আসামি</th></tr>
<tr><td>সেপ্টেম্বর,২০২১</td><td>৮,৪৯৮</td><td>২,০৮৮</td><td>২,২৬৭</td></tr>
<tr><td>অক্টোবর,২০২১</td><td>৮,১০১</td><td>২,০৪২</td><td>২,১৮০</td></tr>
<tr><td>নভেম্বর,২০২১</td><td>৭,৯৪৩</td><td>১,৯৬৭</td><td>২,১১৬</td></tr>
<tr><td>মোট</td><td>২৪৫৪২</td><td>৬০৯৭</td><td>৬৫৬৩</td></tr>
</table>
বিভাগীয় কমিশনার, ময়মনসিংহ:ময়মনসিংহ জেলায় সেপ্টেম্বর, ২০২১ হতে নভেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কর্তৃক ৭৩৩টি মামলায় ৮৩৪ জন আসামিকে গ্রেফতার ও ৩২ লক্ষ ৭৩ হাজার ১০২ টাকার অবৈধ মাদক উদ্ধার করা হয়েছে।

জামালপুর জেলায় সেপ্টেম্বর, ২০২১ হতে নভেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কর্তৃক ২৫টি অভিযানের মাধ্যমে ৬২টি মামলায় ৬২ জন আসামিকে ১৪ হাজার ৯০০ টাকা জরিমানা ও বিভিন্ন মেয়াদে বিনাশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করা হয়েছে।

বিভাগীয় কমিশনার, সিলেট: নভেম্বর, ২০২১-এ ৩২৮টি অভিযান পরিচালনা করে ৮০টি মামলা দায়ের করা হয়েছে।</td>
<td>১)মাদকের বিরুদ্ধে চলমান অভিযান অব্যাহত রাখতে হবে।

২)মাঠ পর্যায়ের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কমিটি কর্তৃক মাদকের অনুপ্রবেশ কিংবা মাদকপ্রবণ এলাকাসমূহ চিহ্নিত করে মাদকের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করতে হবে।

৩) মাদক মামলা দায়েরকালে শুধু মাদকগ্রহণকারীদের বিরুদ্ধে মামলা রুজু না করে, এর সাথে জড়িত মাদক সরবরাহকারী, মাদকপাচারকারী ও মাদকব্যবসায়ীর বিরুদ্ধেও যেন মামলা দায়ের করা হয় সে ব্যবস্থা অব্যাহত রাখতে হবে।

৪)সকল শ্রেণির সরকারি চাকরিতে প্রবেশের সময় বিদ্যমান ব্যবস্থার সাথে ‘ডোপ টেস্ট’ অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়ে প্রচার-প্রচারণা অব্যাহত রাখতে হবে।</td>
<td>মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/বিভাগীয় কমিশনার(সকল)/ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অনুবিভাগ প্রধান।</td>
</tr>
<tr>
<td>গ.</td>
<td>মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রঃ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ৪টি বিভাগীয় শহরে (রাজশাহী, বরিশাল, সিলেট ও চট্রগ্রাম) টেস্টিং ল্যাবরেটরি স্থাপন প্রকল্পের মধ্যে রাজশাহী, বরিশাল ও সিলেটে ভৌত অগ্রগতি ৮০% এবং চট্টগ্রামে ৭০% কাজ সম্পন্ন হয়েছে। অন্যান্য কাজও শেষ পর্যায়ে রয়েছে।

বিভাগীয় কমিশনার রাজশাহী: লাইসেন্সপ্রাপ্ত মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রসমূহ স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার জন্য জেলা পর্যায়ে সিভিল সার্জন ও উপজেলা পর্যায়ে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কর্মকর্তার সাথে সমন্বয় সাধন করে নিয়মিত পরিদর্শন করা হচ্ছে।</td>
<td>১)মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ৪টি বিভাগীয় শহরে (রাজশাহী, বরিশাল, সিলেট ও চট্রগ্রাম) টেস্টিং ল্যাবরেটরি স্থাপন প্রকল্পটি গুণগতমান বজায় রেখে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্নের জন্য বিভাগীয় কমিশনারগণ কর্তৃক জেলা প্রশাসকগণকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করবেন।

২)লাইসেন্সপ্রাপ্ত মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রসমূহে ভ্রমণসূচি ব্যতিত আকর্ষিক পরিদর্শন কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।

৩)বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রসমূহ পরিদর্শনকালে নিরাময় কেন্দ্রের অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী চিকিৎসকসহ যে জনবল থাকার কথা তা আছে কিনা, সিসি ক্যামেরাসহ ভৌত অবকাঠামো এবং একই লাইসেন্সে দুটি নিরাময় কেন্দ্র চালানো হচ্ছে কিনা ইত্যাদি বিষয় যথাযথভাবে যাচাই করতে হবে।</td>
<td>মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/ বিভাগীয় কমিশনার(সকল)/মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অনুবিভাগ প্রধান।</td>
</tr>
</table>

২.ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরঃ

<table>
<tr><th>ক্রম</th><th>বিষয় ও আলোচনা</th><th>সিদ্ধান্ত</th><th>বাস্তবায়নকারী</th></tr>
<tr><td>ক.</td><td>অগ্নিনিরোধ সংক্রান্ত সচেতনতা বৃদ্ধি ও প্রতিরোধে গণসচেতনতা জোরদারকরণঃ

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর : নভেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত ৪৮ হাজার ৪৩৫ জন স্বেচ্ছাসেবককে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং এর তালিকা ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে।

বিভাগীয় কমিশনার, সিলেট : নভেম্বর, ২০২১-এ ৩৬টি মহড়া এবং ৫৩টি গণসংযোগ ও টপোগ্রাফী বাস্তবায়ন করা হয়েছে। প্রশিক্ষিত ভলান্টিয়ারের সংখ্যা ১০০ জন। নভেম্বর, ২০২১-এ ৬টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মহড়া এবং জনসচেতনামূলক ৬টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।</td><td>১)এলাকাভিত্তিক স্কুল-কলেজে অগ্নিনিরোধ সংক্রান্ত সচেতনতা বৃদ্ধি ও দুর্ঘটনা প্রতিরোধে নিয়মিত মহড়া অনুষ্ঠান অব্যাহত রাখতে হবে;

২)ভূমিকম্পসহ যেকোন প্রাকৃতিক দুর্যোগ-দুর্বিপাক মোকাবেলায় স্বেচ্ছাসেবকদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে এবং তালিকা ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে।</td><td>মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/বিভাগীয় কমিশনার(সকল)/অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান।</td></tr>
<tr><td>খ.</td><td>দেশের সকল স্তরে অগ্নিনির্বাপণ, জরুরি উদ্ধার, জরুরি বহির্গমন ও প্রাথমিক চিকিৎসা বিষয়ক প্রশিক্ষণ/ফায়ার ড্রিল-এর আয়োজন:

বিভাগীয় কমিশনার, সিলেট : ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর কর্তৃক নভেম্বর, ২০২১-এ ১৫টি সার্ভে ১২টি মৌলিক প্রশিক্ষণ (অংশগ্রহণকারী-৩৮৬ জন) বাস্তবায়নসহ ১৩টি অগ্নিকান্ড মোকাবেলা করা হয়েছে। সিলেট জেলায় ২ জন ও সুনামগঞ্জ জেলায় ২ জনসহ ৪ জন ডুবুরি সংযুক্ত রাখা হয়েছে।</td><td>১)দেশের সকল স্তরে অগ্নিনির্বাপণ, জরুরি উদ্ধার, জরুরি বহির্গমন ও প্রাথমিক চিকিৎসা বিষয়ক প্রশিক্ষণ/ফায়ার ড্রিল এর আয়োজন করা” মন্ত্রিসভা বৈঠকের এ সিদ্ধান্ত মোতাবেক যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ অব্যাহত রাখতে হবে;

২)নদীমাতৃক বাংলাদেশে নৌ-দুর্ঘটনায় জরুরি উদ্ধারকল্পে শক্তিশালী ডুবুরি ইউনিট গঠনে ডুবুরি পদ সৃজনের লক্ষ্যে অর্থ বিভাগের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।</td><td>মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/বিভাগীয় কমিশনার(সকল)/অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান।</td></tr>
<tr><td>গ.</td><td>জমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত মামলাঃ
<table>
<tr><th>জেলার নাম</th><th>মামলা নং</th><th>কোর্টের নাম</th></tr>
<tr><td>নকলা, শেরপুর</td><td>মামলা নং-১৪/২০০৬</td><td>জেলা জজকোর্ট, শেরপুর</td></tr>
<tr><td>পতেঙ্গা, চট্রগ্রাম</td><td>রিট পিটিশন নং-১১৮৪৪/২০১৩</td><td>মহামান্য হাইকোর্টে</td></tr>
<tr><td>মহালছড়ি, খাগড়াছড়ি</td><td>রিট পিটিশন নং-৩৮৪/২০১৭</td><td>মহামান্য হাইকোর্টে</td></tr>
<tr><td>চৌহালী, সিরাজগঞ্জ</td><td>রিট পিটিশন নং-১৪৬/২০১৩</td><td>মহামান্য হাইকোর্টে</td></tr>
<tr><td>পাইকগাছা, খুলনা</td><td>রিট পিটিশন নং-৭০৫৮/২০১৩</td><td>মহামান্য হাইকোর্টে</td></tr>
<tr><td>বরিশাল সদর</td><td>রিট পিটিশন নং-৩৭৯৭/২০১৫</td><td>মহামান্য হাইকোর্টে</td></tr>
</table></td><td>১)সংশ্লিষ্ট বিভাগে জমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তি/বিকল্প জমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম অগ্রাধিকারভিত্তিতে সম্পন্ন করতে হবে।

২)সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক জমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।</td><td>মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/বিভাগীয় কমিশনার/অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান।</td></tr>
</table>

ঘ.	**ফায়ার সার্ভিস স্টেশন স্থাপনের জন্য জমি অধিগ্রহণ প্রস্তাবের তালিকা:** **বিভাগীয় কমিশনার, ময়মনসিংহ:** ময়মনসিংহ জেলায় ৬টি ফায়ার স্টেশন স্থাপনের জন্য জমি নির্বাচন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। **বিভাগীয় কমিশনার, সিলেট :** সিলেট জেলার বালাগঞ্জ ফায়ার স্টেশন-এর এল এ কেইস নং-০৫/২০২১ মূলে অধিগ্রহণকৃত জমির ক্ষতিপূরণ প্রাক্কলন না পাওয়ায় বরাদ্দকৃত টাকা পরিশোধ করা যাচ্ছে না।	১)সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনাগণকে তাঁর আওতাধীন ফায়ার স্টেশনসমূহের ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করতে জেলা প্রশাসকগণকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করতে হবে। ২)খাগড়াছড়িতে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের জমি সংক্রান্ত সমস্যাটি অতি দ্রুত সমাধান করতে হবে। ৩)ময়মনসিংহ বিভাগের ময়মনসিংহ জেলায় ৬টি (রহমতপুর বাইপাস-ময়মনসিংহ, আকুয়া ফুলবাড়িয়া, বাসস্ট্যান্ড-ময়মনসিংহ, শম্ভুগঞ্জ বাজার-ময়মনসিংহ, গফরগাঁও-পাগলা-ময়মনসিংহ, তারাকান্দা-ময়মনসিংহ, ঈশ্বরগঞ্জ-মধুপুর-ময়মনসিংহ এবং জামালপুর জেলায় ২টি নরুন্দী বাজার-জামালপুর, তারাকান্দি-জামালপুর মোট ৮টি ফায়ার স্টেশন স্থাপনের জন্য জমি নির্বাচন কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।	মহাপরিচালক,ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনারগণ/অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান।

ক্রম	বিভাগ	জেলা	উপজেলা/থানা
১	ঢাকা-১টি	গাজীপুর-১টি	রাজেন্দ্রপুর
২	চট্টগ্রাম-৪টি	চট্টগ্রাম-২টি	ভাটিয়ারী, হালিশহর
		কুমিল্লা ২টি	দেবিদ্বার, নাঙ্গালকোট
৩	খুলনা-১টি	কুষ্টিয়া-১টি	দৌলতপুর
৪	বরিশাল-২টি	বরিশাল ১টি	আগৈলঝাড়া
		পটুয়াখালী-১টি	দুমকী
৫	সিলেট-২টি	সিলেট-২টি	সিলেট সদর, বালাগঞ্জ
৬	রাজশাহী-১টি	পাবনা-১টি	ঈশ্বরদী (রূপপুর পারমানবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র)
৭	রংপুর-১টি	কুড়িগ্রাম	ভূরুঙ্গামারী

৬.	**স্যাটেলাইট ফায়ার স্টেশন স্থাপনঃ** ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন নেই অথচ স্টেশন প্রয়োজন এমন এলাকায় ফায়ার স্টেশন স্থাপনের লক্ষ্যে ৪টি প্রকল্প গ্রহণের নিমিত্ত ডিপিপি প্রণয়ন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। **বিভাগীয় কমিশনার ময়মনসিংহঃ** ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন নেই অথচ স্টেশন প্রয়োজন এমন এলাকায় ফায়ার স্টেশন স্থাপনের লক্ষ্যে ময়মনসিংহ হতে ৪টি প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। ময়মনসিংহ জেলার ভালুকা উপজেলার হবিরবাড়ী মাস্টারবাড়ী এলাকায় ১টি ফায়ার স্টেশন স্থাপনের লক্ষ্যে প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান। **বিভাগীয় কমিশনার রংপুর:** গ্যাপ এরিয়া এবং গ্রোথ সেন্টারসমূহে ফায়ার স্টেশন চালু করার লক্ষ্যে দিনাজপুর জেলার ফুলহাট ও দশমাইল নামক স্থানে স্যাটালাইট ফায়ার স্টেশন স্থাপন প্রকল্প গ্রহণের জন্য ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, ঢাকায় প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। **বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা:** ফরিদপুর জেলায় নতুন করে ৩টি ফায়ার স্টেশন নির্মাণের প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে।	১.ময়মনসিংহ বিভাগে স্যাটেলাইট ফায়ার স্টেশন নির্মাণের জন্য ৪টি জেলায় স্থান নির্বাচন করা হয়েছে; ১.স্টেশন রোড, ময়মনসিংহ ২.চড়পাড়া, ময়মনসিংহ ৩. আঠারবাড়ী, ঈশ্বরগঞ্জ ৪.কালিবাড়ি, মুক্তাগাছা ৫. পারলা বাসস্টেন্ড, নেত্রকোণা ৬. শ্যামগঞ্জ বাজার, নেত্রকোণা ৭. মিলন বাজার, মদন ৮. আদর্শ নগর (চেচড়াখালী), মোহনগঞ্জ ৯. বাইপাস মোড়, জামালপুর ১০.দিকপাইক সদর, জামালপুর ১১.ঝগড়ারচর বাজার, শেরপুর-এ স্যাটেলাইট ফায়ার স্টেশন নির্মাণের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে ; ২.ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন নেই অথচ স্টেশন প্রয়োজন এমন এলাকায় ফায়ার স্টেশন স্থাপনের লক্ষ্যে প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়নের কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে;	মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/বিভাগীয় কমিশনার (সকল)/অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান।

৩.কারা অধিদপ্তরঃ

ক্রম	বিষয় ও আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী

ক.	**কারাগার পরিদর্শন:** অক্টোবর ও নভেম্বর, ২০২১-এ কারা উপমহাপরিদর্শক কর্তৃক ৫৫টি, বিজ্ঞ সিনিয়র জেলা ও দায়রা জজ এবং বিজ্ঞ জেলা ও দায়রা জজ কর্তৃক ২৬টি, বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এবং বিজ্ঞ অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক ১২০টি, বেসরকারি কারা পরিদর্শকগণ কর্তৃক ২০টি, মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি কর্তৃক ৩টি কারাগার পরিদর্শন করা হয়েছে। কারা মহাপরিদর্শক অক্টোবর, ২০২১-এ গোপালগঞ্জ ও খুলনা জেলা কারাগার এবং নভেম্বর, ২০২১-এ নরসিংদী, কুমিল্লা, ফেনী কেন্দ্রীয়/জেলা কারাগার পরিদর্শন করেন।	১)জেলা ম্যাজিস্ট্রেট/অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট/দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ কর্তৃক কারাগারসমূহ আকর্ষিক পরিদর্শন অব্যাহত রাখতে হবে। ২)পর্যবেক্ষণ/সুপারিশ পরিদর্শন বইয়ে মন্তব্যসহ লিপিবদ্ধ করতে হবে। ৩)গুরুতর কোন অনিয়ম পরিলক্ষিত হলে প্রতিবেদন আকারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবহিত করতে হবে।	কারা মহাপরিদর্শক/ বিভাগীয় কমিশনার (সকল)।
খ.	**কারাবন্দিদের হাসপাতালে অবস্থান:** ০১.১২.২০২১ তারিখে কারাগারে আটক বন্দির সংখ্যা ৮৬,৩৬১ জন। তন্মধ্যে, কারাগারের বাহির হাসপাতালে চিকিৎসাধীন কয়েদি/হাজতি বন্দিদের নভেম্বর, ২০২১-এ ২য় পাক্ষিক অনুসারে ৯১ জন বন্দি চিকিৎসাধীন রয়েছে।	১.সিভিল সার্জন এর সহায়তায় দৈবচয়ন পদ্ধতিতে কারাভ্যন্তরে এবং কারাগারের বাইরের হাসপাতালে ভর্তিকৃত কারাবন্দিদের শারিরীক অবস্থার খোঁজ-খবর নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার যৌক্তিকতা যাচাই কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে;	কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/ সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনার/ কারা অনুবিভাগ প্রধান।

গ.	**কারাগারের জন্য জমি অধিগ্রহণ:** খাগড়াছড়ি জেলা কারাগারের প্রস্তাবিত ১১.৫৪ একর জমি কারাগারের অনুকূলে স্থায়ী বন্দোবস্ত প্রদানের কার্যক্রম এখনও সম্পন্ন হয়নি।মৌলভীবাজার জেলা কারাগারের জন্য ২.৭৪৫০ একর জমি অধিগ্রহণের লক্ষ্যে প্রাপ্ত এল এ প্রাক্কলন মোতাবেক সম্পূর্ণ টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। **বিভাগীয় কমিশনার, সিলেট:** মৌলভীবাজার জেলা কারাগারে অধিগ্রহণকৃত জমির ক্ষতিগ্রস্ত জমির মালিকদের ক্ষতিপূরণ বাবদ ১০ কোটি ৩৯ লক্ষ ৭ হাজার ৬৬৭ টাকার মধ্যে ৬ কোটি ২৮ লক্ষ ৩১ হাজার ৩৬৫ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে।	১.খাগড়াছড়ি জেলা কারাগারের প্রস্তাবিত ১১.৫৪ একর জমি স্থায়ী বন্দোবস্ত প্রদানের জন্য চলমান বন্দোবস্তী মামলার ব্যাপারে কার্যকরি ব্যবস্থা গ্রহণের পার্বত্য জেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার সাথে ব্যক্তিগত ও দাপ্তরিক যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। ২.মৌলভীবাজার জেলা কারাগারের জন্য ৩.০৩ একর জমির অধিগ্রহণ কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করতে জেলা প্রশাসক, মৌলভীবাজারকে বিভাগীয় কমিশনার, সিলেট কর্তৃক প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করতে হবে।	বিভাগীয় কমিশনার,চট্টগ্রাম, সিলেট/ কারা মহাপরিদর্শক/ কারা অনুবিভাগ প্রধান।
ঘ.	**কারাগারের খাদ্যের মান তদারকিকরণ:** কারাগারে খাদ্যের মান স্বাভাবিক রাখতে মনিটরিং কার্যক্রম অব্যাহত আছে। **বিভাগীয় কমিশনার, সিলেট:** বিজ্ঞ জেলা ম্যজিস্ট্রেট দ্বারা কারাগার পরিদর্শনসহ নিয়মিত মনিটরিং করা হচ্ছে।	১.খাদ্যের মান স্বাভাবিক রাখতে নিয়মিত মনিটরিং কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। ২.কারা ক্যান্টিনসমূহের মূল্য তালিকা ও খাবারের মানের উপর নজরদারি আরো বৃদ্ধি করতে হবে।	বিভাগীয় কমিশনার(সকল)/কারা মহাপরিদর্শক/কারা অনুবিভাগ প্রধান।

ঙ.	**কারাগারের নামে অধিগ্রহণকৃত জমির রেকর্ড সংশোধন:** ৭৩টি (পুরাতন ৫টিসহ) কারাগারের মধ্যে ৪০টি কারাগারের জমি কারা কর্তৃপক্ষের নামে রেকর্ডভুক্ত। অপর ৩৩টি কারাগারের মধ্যে ৯টি কারাগারের জমির রেকর্ড সংশোধনের জন্য দায়েরকৃত মামলা চলমান রয়েছে। ২৪টি কারাগারের জমি কারাগারের নামে রেকর্ডভুক্ত করার লক্ষ্যে মামলা দায়ের করার জন্য কাগজপত্র সংগ্রহের কাজ চলমান। কাগজপত্র সংগ্রহের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক ও বিভাগীয় কমিশনার-এর সহযোগিতা প্রয়োজন। ৯টি (মাদারীপুর-২, ময়মনসিংহ, মৌলভীবাজার, খাগড়াছড়ি, চাঁদপুর, রাজশাহী, কিশোরগঞ্জ-২ ও শরীয়তপুর) কারাগারের জমির রেকর্ড সংশোধনের বিষয়ে মামলা চলমান রয়েছে। শরীয়তপুর জেলা কারাগারের জমির রেকর্ড সংশোধনের গেজেট জারির অপেক্ষায় রয়েছে। **বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা:** শরীয়তপুর জেলা কারাগারের জমি বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, শরীয়তপুর-এর নামে রয়েছে। কারাগারের অনুকূলে নামজারিকরণের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে মর্মে জেলা প্রশাসক, শরীয়তপুর জানিয়েছেন।জেলা প্রশাসক, মাদারীপুর জানিয়েছেন, অধিগ্রহণকৃত জমির নামজারির কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন। **বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম:** চাঁদপুর জেলা কারাগারের জমির রেকর্ড সংশোধনের বিষয়ে দায়েরকৃত বিদ্যমান মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, চাঁদপুরকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।	১.কারাগারের নামে অধিগ্রহণকৃত জমির রেকর্ড সংশোধনের জন্য সংশ্লিষ্ট কারা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দায়েরকৃত দেওয়ানি মামলাসমূহ দ্রুত নিস্পত্তিকরণে সংশ্লিষ্ট জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করতে হবে; ২.৪টি (মাদারীপুর, মৌলভীবাজার, চাঁদপুর ও রাজশাহী) কারাগারের জমির রেকর্ড সংশোধনের কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।	কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/ বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম/ কারা অনুবিভাগ প্রধান।

চ.	**অবৈধভাবে দখলকৃত কারাগারের জমি উদ্ধারঃ** সিলেট কেন্দ্রীয় কারাগার-২ (পুরাতন কারাগার)- এর জমির বিষয়ে মহামান্য হাইকোর্টে দায়েরকৃত মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে মহামান্য আদালতের সাথে যোগাযোগ রাখা হচ্ছে।নোয়াখালী জেলা কারাগারের জমি সংক্রান্ত মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে। উক্ত জমির বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট কারা কর্তৃপক্ষকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। **বিভাগীয় কমিশনার, রাজশাহী :** চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা কারাগারের আরপি গেইট সংলগ্ন সীমানা প্রাচীর সংক্রান্ত বিজ্ঞ অতিরিক্ত জেলা জজ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ আদালতে মামলা দ্রুত নিষ্পত্তিকরণের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, চাঁপাইনবাবগঞ্জকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। **বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম:** নোয়াখালী জেলা কারাগারের জমি দখল রোধে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে মর্মে জেলা প্রশাসক,নোয়াখালী জানিয়েছেন। **বিভাগীয় কমিশনার, রংপুরঃ** রংপুর কেন্দ্রীয় কারাগারের ০.৪১ একর জমি রংপুর সেনানিবাস কর্তৃক এবং ০.৫৯ একর জমি রংপুর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অবৈধ দখলদারদের উচ্ছেদ কার্যক্রম অব্যাহত আছে। **বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকাঃ** উচ্চ আদালতে বিচারাধীন রয়েছে মর্মে জেলা প্রশাসক, শরীয়তপুর জানিয়েছেন। **বিভাগীয় কমিশনার, সিলেট:** সিলেট কেন্দ্রীয় কারাগার-২ (পুরাতন)-এর ৮৮ শতাংশ জমি পৌর বিপনী মার্কেট এবং ৩.৬১৮৮ একর (পুকুর-ধোপদিঘী) জমি উদ্ধারের জন্য অবৈধ স্থাপনা সরিয়ে নেয়ার জন্য পত্র যোগাযোগ অব্যাহত আছে।	১)চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা কারাগারের আরপি গেইট সংলগ্ন সীমানা প্রাচীর সংক্রান্তে বিজ্ঞ অতিরিক্ত জেলা জজ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ আদালতে মামলা, শরীয়তপুর জেলা কারাগারের ৩০০ ফুট সীমানা প্রাচীর নির্মাণ সংক্রান্ত মহামান্য সুপ্রীম কোর্টে দায়েরকৃত লিভ টু আপিল মামলা, ময়মনসিংহ কেন্দ্রীয় কারাগারের জমি সংক্রান্ত মামলা দ্রুত নিষ্পত্তিকরণের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করতে হবে। ২)সিলেট কেন্দ্রীয় কারাগারের ৮৮ শতাংশ জমি পৌর বিপনী মার্কেট এবং ৩.৬১৮৮ একর-এর পুকুর (ধোপাদীঘি) সিলেট সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক লিজ দেওয়ায় কারা কর্তৃপক্ষের বেদখলে থাকা জমি উচ্ছেদ সংক্রান্ত মহামান্য হাই কোর্টে রিট মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য বিভাগীয় কমিশনার, সিলেট কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ৩)নোয়াখালী জেলা কারাগারের জমি দখল রোধে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/ সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনার/ কারা অনুবিভাগ প্রধান।

ছ.	**এল এ সংক্রান্ত মামলা দ্রুত নিষ্পত্তিকরণ;** মুন্সীগঞ্জ জেলা কারাগারের জমির মালিকানা সংক্রান্তে দায়েরকৃত মামলা নম্বর-৫০৬/২০০৮ নিষ্পত্তি হয়েছে।	১)মুন্সীগঞ্জ জেলা কারাগারের জমির মালিকানা সংক্রান্তে দায়েরকৃত মামলা নম্বর-৫০৬/২০০৮ দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	কারা মহাপরিদর্শক/ সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনার/কারা অনুবিভাগ প্রধান।
জ.	**কারাবন্দিদের শ্রেণিবিন্যাসকরণ:** বাংলাদেশ পুলিশ হেড কোয়াটার্স থেকে জঙ্গি, শীর্ষ সন্ত্রাসী এবং গুরুতর অপরাধী বন্দির প্রকৃতিসংবলিত তালিকা প্রতিমাসে কারা অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়। উক্ত তালিকা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট বন্দির নিরাপত্তা নিশ্চিত করার যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।কারাগারে আটক শীর্ষ সন্ত্রাসী, জঙ্গি এবং গুরুতর অপরাধীদের পৃথক সেলে রাখা এবং নিয়মিত নজরদারি বৃদ্ধি করা হয়েছে।	১)কাস্টুডি ওয়ারেন্টে Risk Level উল্লেখপূর্বক কোর্ট ইন্সপেক্টরগণের সহযোগিতায় কারাবন্দিদের শ্রেণিবিন্যাস কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে; ২)কারাগারে আটক শীর্ষ সন্ত্রাসী, জঙ্গি এবং গুরুত্বর অপরাধীদের আদালতে আনা-নেওয়ার ক্ষেত্রে আরো সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। ৩)যে সকল জঙ্গি চাঞ্চল্যকর মামলায় কারাগারে বন্দি আছে তাদেরকে বিভিন্ন সেলে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রাখার ব্যবস্থাসহ নিয়মিত নজরদারি অব্যাহত রাখতে হবে।	কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/ সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনার/ কারা অনুবিভাগ প্রধান।

ঝ.	**কারা বন্দিদের চিকিৎসা সেবা প্রদানঃ** বর্তমানে ১০৯ জন চিকিৎসক বিভিন্ন কারাগারে কর্মরত রয়েছেন। করোনা পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও স্থানীয় সিভিল সার্জন কর্তৃক সাময়িকভাবে সংযুক্ত ১০৩ জন এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেষণে ৫ জন চিকিৎসক বিভিন্ন কারাগারে কর্মরত রয়েছেন। **বিভাগীয় কমিশনার ময়মনসিংহ:** জামালপুর জেলায় কারাবন্দিদের চিকিৎসাসেবা প্রদানের জন্য চিকিৎসক জনাব এবিএম মোস্তাফিজুর রহমান, জামালপুর জেনারেল হাসপাতাল, জামালপুরকে নিযুক্ত করা হয়েছে। **বিভাগীয় কমিশনার, সিলেট:** কারাগারে বর্তমানে সিভিল সার্জন অফিস হতে নিয়োজিত ৩ জন সহকারী সার্জন এবং ১ জন মেইল নার্সের মাধ্যমে বন্দিদের চিকিৎসা সেবা কার্যক্রম চালিয়ে নেয়া হচ্ছে। অপর দিকে মহিলা সহকারী সার্জন ও ডিপ্লোমা নার্স/মহিলা ডিপ্লোমা নার্স ৩টি শূন্যপদ পূরণের জন্য পত্র লেখা হয়েছে।	১)কারা বন্দিদের চিকিৎসা সেবা প্রদানের জন্য চিকিৎসকের স্বল্পতা হেতু কোন কারাবন্দির চিকিৎসা প্রদানে যেন ব্যাঘাত সৃষ্টি না হয় সে জন্য জরুরি চিকিৎসা প্রদানে হাসপাতালসমূহে কর্মরত ডাক্তারগণের মধ্য হতে কারাগারের জন্য ডাক্তার সুনির্দিষ্ট করে দিতে হবে।	কারা মহাপরিদর্শক/ সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনার।
ঞ.	**কারাগার উর্ধ্বমূখী সম্প্রসারণ :** ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা কারাগারে ১০০ জন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন বন্দি ব্যারাক নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং সেখানে বন্দি রাখা হচ্ছে। এতে বন্দিদের আবাসন সমস্যা কিছুটা লাঘব হয়েছে। এছাড়া কারাগারের তিতাস ভবনের উর্ধ্বমূখী সম্প্রসারণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং মেঘনা বন্দি ব্যারাকের উর্ধ্বমূখী সম্প্রসারণের কাজ চলমান রয়েছে। শীঘ্রই কাজ সম্পন্ন হবে মর্মে আশা করা যাচ্ছে।	১)ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা কারাগারের উর্ধ্বমূখী সম্প্রসারণ কার্যক্রমের গুণগতমান বজায় রেখে নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন করতে জেলা প্রশাসক কর্তৃক পরিদর্শন করা এবং বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম কর্তৃক তা নিয়মিত তত্ত্বাবধান করতে হবে;	কারা মহাপরিদর্শক/ সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনার।
ট.	**নারায়ণগঞ্জ জেলা কারাগারের ন্যায় অন্যান্য কারাগারেও অনুরূপ উৎপাদনমুখি কার্যক্রম চালুকরণঃ**	১)কেন্দ্রীয় ও জেলা কারাগারে ‘রেজিলিয়ান্স-নারায়ণগঞ্জ জেলা কারা গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি ও জামদানি উৎপাদন কেন্দ্র’-এর অনুরূপ অথবা সামঞ্জস্যপূর্ণ ট্রেড চালু করতে হবে।	কারা মহাপরিদর্শক/ বিভাগীয় কমিশনার

৪.ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরঃ

ক্রম	বিষয় ও আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
ক.	**দালাল কর্তৃক পাসপোর্ট প্রত্যাশীদের হয়রানি বন্ধকরণ:** বিষয়টি বিভাগীয় জেলা আইনশৃঙ্খলা কমিটির সভায় এজেন্ডাভুক্ত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসকগণকে অনুরোধ করা হয়েছে। **বিভাগীয় কমিশনার ময়মনসিংহ:**ময়মনসিংহ আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসে সেপ্টেম্বর, ২০২১-এ দন্ডবিধি ১৮৬০-এর ২৯১ ধারায় ৩টি মামলায় ২৯ হাজার টাকা জরিমানা এবং ৩ জনকে ১ মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ড প্রদান করা হয়। জামালপুর জেলায় সেপ্টেম্বর, ২০২১ হতে নভেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত ২টি অভিযান পরিচালনা করে ৭টি মামলায় ৭ জনকে ৩৫০০ টাকা অর্থ দন্ড প্রদান করা হয়েছে।	১)পাসপোর্ট অফিসের আশে-পাশে অবাঞ্ছিত ব্যক্তি ও দালাল দ্বারা সেবা গ্রহীতার হয়রানি বন্ধ করার নিমিত্ত নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে।	মহাপরিচালক, ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর/ বিভাগীয় কমিশনার (সকল)।

খ.	**পাসপোর্ট প্রাপ্তির আবেদনঃ** মিয়ানমার থেকে আগত রোহিঙ্গা নাগরিকগণ যাতে পাসপোর্ট পেতে না পারে সে জন্য সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করা হচ্ছে। সকল বিভাগীয় ও আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসমুহের লোকাল সার্ভারের সাথে মিয়ানমারের রোহিঙ্গাদের বায়োমেট্রিক ইন্টিগ্রেশন করা হয়েছে।	১)Special Branch কর্তৃক সম্পাদিত পাসপোর্ট প্রত্যাশীদের প্রতিবেদন দ্রুত পাওয়ার লক্ষ্যে জেলা প্রশাসক/বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করতে হবে; ২)মিয়ানমার থেকে আগত আশ্রয়প্রার্থী রোহিঙ্গা নাগরিকগণ যেন বাংলাদেশি পাসপোর্ট না পায় সে জন্য সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।	মহাপরিচালক, ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর/ বিভাগীয় কমিশনার (সকল)।
গ.	**পাসপোর্ট অফিস ভবন নির্মাণ:** আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, বাগেরহাটের নতুন ভবন নির্মাণকাজ শেষ হয়েছে। দাপ্তরিক কার্যক্রম চলমান। **আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, গাইবান্ধা**-এর ভবন নির্মাণকাজ চলমান। ১ম ও ২য় তলার ছাদ ঢালাইয়ের কাজ শেষ হয়েছে। আদালতে দায়েরকৃত রিটের জবাব প্রদানের জন্য আইনজীবী নিয়োগ করা হয়েছে, অদ্যাবধি শুনানী শুরু হয়নি। **আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, ঠাকুরগাঁও**-এর জন্য সরকারি খাস জমির দীর্ঘমেয়াদী বন্দোবস্তের প্রস্তাব সচিব, ভুমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। জরুরিভিত্তিতে দরপত্র আহ্বানের জন্য প্রকল্প সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। **বিভাগীয় কমিশনার, খুলনা:** বাগেরহাট জেলায় পাসপোর্ট অফিসের নিজস্ব ভবনের নির্মাণকাজ সম্পন্ন হয়েছে। জুন, ২০২১ থেকে নতুন ভবনে অফিসিয়াল কার্যক্রম শুরু করা হবে মর্মে জেলা প্রশাসক, বাগেরহাট জনিয়েছেন।	১.আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, বাগেরহাটের নির্মাণকাজ শীঘ্রই সম্পন্ন করত: উক্ত ভবনে কার্যক্রম শুরু করতে হবে। ২.আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, গাইবান্ধার নতুন ভবন নির্মাণের জন্য অধিকৃত জমি সংশ্লিষ্ট রিটের জবাব প্রদানসহ আনুসঙ্গিক বিষয়াদি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ৩.আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, ঠাকুরগাঁও এর ভুমি অধিগ্রহণ জটিলতা নিরসনের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	মহাপরিচালক, ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর/ সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনার/ নিরাপত্তা ও ইমিগ্রেশন অনুবিভাগ প্রধান।

ঘ.	**মিয়ানমার থেকে আগত আশ্রয়প্রার্থী রোহিঙ্গা নাগরিকদের নিবন্ধন:** মিয়ানমার থেকে আগত আশ্রয়প্রার্থী রোহিঙ্গা নাগরিক যাতে ক্যাম্প এলাকা ত্যাগ করতে না পারে সে বিষয়ে সজাগ দৃষ্টি রাখতে এবং মিয়ানমার হতে আগত রোহিঙ্গা আশ্রয়প্রার্থীগণের ক্যাম্পে মাদকবিরোধী কার্যক্রম প্রতিহত করার নিমিত্ত নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত রয়েছে মর্মে জেলা প্রশাসক, কক্সবাজার জানিয়েছেন।	১.মিয়ানমার থেকে আগত আশ্রয়প্রার্থী রোহিঙ্গা নাগরিক যাতে ক্যাম্প এলাকা ত্যাগ করতে না পারে সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে; ২.মিয়ানমার হতে আগত রোহিঙ্গা আশ্রয়প্রার্থীগণের ক্যাম্পে মাদকবিরোধী কার্যক্রম প্রতিহত করার নিমিত্ত নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে।	মহাপরিচালক, ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর/ বিভাগীয় কমিশনার (সকল) /নিরাপত্তা ও ইমিগ্রেশন অনুবিভাগ প্রধান।

৪। সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি কর্তৃক সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

মোঃ মোকাব্বির হোসেন
সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

স্মারক নম্বর: ৫৮.০০.০০০০..০১৪.০৬.০০৭.১৭.৪

তারিখ: ২২ পৌষ ১৪২৮
০৬ জানুয়ারি ২০২২

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১) সকল কর্মকর্তা, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
২) বিভাগীয় কমিশনার (সকল)।
৩) অধিদপ্তর প্রধান (সকল), সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

মোঃ আবদুল কাদির
উপসচিব